সম্পাদকীয়

আমাদের প্রিয় নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শ্রেষ্ঠ মুজিজা মিরাজ শরীফ। ২৬ রজব দিবাগত রাতে মহান আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে দীদার বা সান্নিধ্য লাভের ঘটনাই মিরাজ। রাতের বেলায় এ বিস্ময়কর ভ্রমণের ঘটনা হয়েছিল বলে এটা মিরাজ রজনী বলা হয়। ক্বোরআন পাকে এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তার বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

পবিত্র মিরাজ সম্পর্কে বিভিন্ন মত থাকলেও উল্লিখিত আয়াতে পাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সশরীরে মিরাজ-এর ব্যাপারে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। বিজ্ঞানের এ চরম উন্নতির যুগে সশরীরে মিরাজের বাস্তবতা ও সত্যতা নিয়ে অবকাশ থাকতে পারে না। অনেক বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যের বিভিন্ন অবস্থা বিশ্লেষণ করে মিরাজের ঘটনা স্বীকার করে নিয়েছেন। এমনকি এ ঘটনার কারণে আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতা, সৃষ্টির গূঢ় রহস্যাবলী এবং তার অস্তিত্বের কথা বহু নাস্তিকও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেনি।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিরাজের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যের যে সব বিস্ময়কর নিদর্শন অবলোকন করেছেন তা বিভিন্ন উপলক্ষে সাহাবীদের নিকট বর্ণনা করেন। মিরাজ কালে তিনি বেহেশত দোজখসহ আল্লাহর বহু নিদর্শন প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। জ্ঞান তাত্ত্বিক দিক থেকেও এর তাৎপর্য ব্যাপকতর। মিরাজের পূর্বে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কেবল জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশের ওপর ভিত্তি করে আল্লাহর প্রকৃতি ও সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতেন। এ জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান। কিন্তু মিরাজের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সৃষ্টির ভেদ রহস্য প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করেন। এ মিরাজকে কেন্দ্র থেকে সাক্ষাৎ হয় পূর্ববর্তী নবী-রসূলদের সঙ্গেও। তাদের সঙ্গে বায়তুল মোকাদ্দাসে নামায আদায়কালে ইমামতি করেন। এর ফলে প্রমাণিত হলো তিনিই সাইয়্যেদুল মুরসালীন। সবার শীর্ষে তার মর্যাদার আসন।

মিরাজের মাধ্যমে বেহেশত ও দোজখের যে চিত্র নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যবেক্ষণ করেন তা মানুষের নৈতিক শুদ্ধির জন্য ব্যাপক ভূমিকা রাখে। জাহান্নামের শাস্তি কতই ভয়ঙ্কর পক্ষান্তরে বেহেশতে যে অনাবিল সুখ শান্তির প্রশ্রবণ সেগুলোর নমুনা তিনি প্রত্যক্ষ করেন। এসব বিষয় বর্ণনা করেছেন সাহাবীদের কাছে। মানুষ যাতে পাপের কাজ থেকে বিরত থাকে। পূণ্য আমলের প্রতি ধাবিত হয়।

মিরাজের মাধ্যমে উম্মতের জন্য নিয়ে আসেন তোহফা হিসেবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিধান। এজন্য বলা হয়েছে নামায মুমিনদের জন্য মিরাজ স্বরূপ। নিষ্ঠার সাথে আদায় করলে রয়েছে মাহপুরস্কার। তাই উম্মতের জন্য নিয়ে আসা মহানবীর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এ তোহফার প্রতি সম্মান রেখে যথাযথ সালাত আদায়ের মাধ্যমে দু'জাহানের কল্যাণে ও মুক্তির নিশ্চিতে আমাদের নিবেদিত হতে হবে।

এ উপমহাদেশে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিতে যার অবদান অগ্রগণ্য তিনি হলেন গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী রহমাতুল্লাহি আলায়হি। তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে খোরাসানের চিশ্তান প্রদেশ থেকে কিছু সংখ্যক সহচরসহ তৎকালীন ভারতবর্ষে পদার্পন করেন সে সময় ভারত ছিল পৌত্তলিক বিধর্মীদের প্রভাবান্বিত। এমনকি রাজ্য ক্ষমতাও। কাজেই এ মহান আধ্যাত্মিক সাধকের ইসলাম প্রচার এরা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। নানা প্রতিকূলতার দেয়াল ডিঙ্গিয়ে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। তার হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য, মধুর আচরণ, উদারতা ও অনুপম আদর্শে বিধর্মীরা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে লাগল। এক সময় সেখানকার শাসক রাজা পৃথ্বীরাজ ইসলাম প্রচারে নিবেদিত এ কাফেলাকে উৎখাতে সব ধরনের কৌশল ও প্রচেষ্টা চালায়। তার এসব শুধু ব্যর্থ হয়নি খাজা গরীবে নেওয়াজের মদদে সুলতান সাহাবুদ্দীন মাহমুদ ঘোরী এ রাজ্য জয় করতে সক্ষম হন। তার দোয়া ও রহানিয়াতের প্রভাব ভারত বর্ষের শাসনভার মুসলমানদের হাতে আসে। তৎপরবর্তী সেখানে শতাব্দির পর শতাব্দি ভারত শাসন করেছেন মুসলিম শাসকরা।

অথচ পরিতাপের বিষয় বর্তমানে ইসলামের নামে কতিপয় জঙ্গি গোষ্ঠী দেশে বিদেশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম ইসলামের মৌলিক আকিদার পরিপন্থি। অথচ গরীবে নেওয়াজসহ সহচরদের চারিত্রিক মাধুর্যে ও আধ্যাত্মিক প্রভাবে সে সময় লাখ লাখ লোক স্বেচ্ছায় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন। কাজেই এ উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে তলোয়ারের ভূমিকা বা জোর জবরদস্তি ছিল না। ইসলামের আদর্শের প্রতিফলন ঘটানোর মাধ্যমেই এখানে ইসলাম ব্যাপ্তি লাভ করেছে এ সত্য অনুধাবন করতে হবে। ৬ রজব এ মহান সাধকের ওরস উপলক্ষে কামনা করি তার ফয়ূজাত।

এ দেশে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠায় যার ভূমিকা অনস্বীকার্য তিনি হযরতুল আল্লামা কাজী আযিযুল হক শেরে বাংলা রহমাতুল্লাহি আলায়হি। তিনি ইসলামের নামে ভ্রান্ত আকিদার পোষণকারীদের মুখোশ উন্মোচন করেন। হক ও বাতিল পার্থক্য নির্ণয়ের মানদণ্ড তিনি সাধারণ মুসলমানদের মাঝে উপস্থাপন করেন। তিনি বিশেষ করে মহানবী (দ.) ও অলিদের শানে কটূক্তিকারীদের বিষয়ে ছিলেন সোচ্চার ও আপোসহীন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞ আলেম, অনলবর্ষী বক্তা, যোগ্য সংগঠক, দক্ষ মুনাজির, নিঃস্বার্থ সমাজ সেবক। তার লিখিত দেওয়ানে আজিজে তিনি এদেশের হক্কানী আউলিয়া কেরাম আধ্যাত্মিক সাধকদের শান-মান সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। ফলে সাধারণ মানুষ ও পরবর্তী প্রজন্ম তাদের সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছেন।

বর্তমানে অবশ্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীদের সংখ্যা বেড়েছে অনেক। সাংগঠনিক সহ নানাভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে বর্তমানে শুধু দেশে নেয় বিশ্বব্যাপী বাতিলদের ঘৃন্য তৎপরতা শুরু হয়েছে। এসব মোকাবেলায় সত্য সন্ধানীদের জন্য শেরে বাংলা রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র ত্যাগ, আপসহীনতা, ইশকে রাসুল, সঠিক আক্বিদায় দৃঢ় থাকা। বক্তব্য ও লেখনীতে বাতিলের মুখোশ উম্মোচন করা বর্তমানে সময়ের দাবি। এ ব্যাপারে যদি আমরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারি সেটাই হবে আসন্ন ওরস মোবারক উপলক্ষে তাঁর প্রতি যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন।